যায়যায়দিন

তারিখ 17 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

শিক্ষার্থীকে শারীরিক নির্যাতন কঠোর আইনের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে

একজন মানুষ তথা যে কোনো জাতির নৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের চাবি হলো শিক্ষা। সঠিক শিক্ষাই মানুষকে কেবল দিতে পারে মানুষ্যত্বের বৃঢ় চেতনাবোধ। ফলে দেখা যায় পৃথিবীতে যত মহামানব এসেছেন সবাই তাই সঠিক শিক্ষাকে আত্মস্থ করার উপদেশ দিয়েছেন। স্কুল, কলেজ, মদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছে যেন মানুষ তার পছন্দমতো সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হয় যখন এরকম খবর পাওয়া যায় যে, শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র বা ছাত্রীকে অত্যাচারের মতো ঘটনা ঘটেছে। যেখানে শিক্ষককে বলা হয় একটি জাতি তথা মানুষ গড়ার কারিগর, সেখানে যদি শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী অত্যাচারিত হয় তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু আছে।

সম্প্রতি টিভি দেখার অপরাধে পাবনায় এক মদ্রাসা শিক্ষক এক ছাত্রকে গুনে গুনে ২৫৬টি বেত্রাঘাত করেছে এবং বেত্রাঘাতের এক পর্যায়ে সেই ছাত্রটি মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। জানাযায়, ওই ছাত্রটি মদ্রাসার (আবাসিক) হেফজ খানার ছাত্র মোফাজ্জল হোসেন ছুটি নিয়ে গন্ডারামপুর তার বাড়িতে যায় এবং রাতে সে তার প্রতিবেশীর বাড়িতে টিভি দেখে। এই টিভি দেখার কথা মদ্রাসা শিক্ষককে অন্য ছাত্ররা জানিয়ে দেয় তখন সেই শিক্ষকের কাছে সে টিভি দেখার কথা স্বীকারও করে। এরপর ওই শিক্ষক তাকে গুনে গুনে ২৫৬টি বেত্রাঘাত করে। এখন যে কোনো একজন সুস্থ মানুষেরই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক এটা কি একজন শিক্ষকের কাজ হতে পারে? আর এই ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা আজ নতুন নয় এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। এর আগে যাত্রাবাড়ী থানার শ্যামপুর এলাকার তালিমুল কোরআন মহিলা মদ্রাসা ১০ দিন বন্ধ থাকার পর খোলা হলে মদ্রাসার শিক্ষিকা জেসমিন আক্তার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেছিল, ছুটির সময় তারা বাসায় নিয়মিত নামাজ আদায় করেছে কি না? উত্তরে শিক্ষার্থীরা জানায় তাদের দুই এক ওয়াক্ত নামায় কাজা হয়েছে। এতে জেসমিন আক্তার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং গৃহকর্মী জান্নাতকে রান্নাঘরে খুন্তি গরম করতে বলে। এরপর একে একে সব শিক্ষার্থীর পায়ে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়। আমরা অবাক হয়ে যাই এরকম ঘটনা কীভাবে একজন মানুষ এই মহান পেশায় থেকে করতে পারে! কেননা শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীরা সন্তানের মতো, সেই সন্তানকে এরকম নির্যাতন একজন শিক্ষক কীভাবে করতে পারেন তা মাথায় ধরে না। এরকমই যদি একজন শিক্ষকের আচরণ হয় তবে কোনোভাবেই সেই শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা মননে ভালো ফল করতে পারবে না। কারণ শাস্তির নামে যখন অত্যাচারিত হবে তখন ভেতরে ভেতরে ক্রোধকেই লালন করবে। ফলে এই ক্রোধ ভয়ানক অপরাধের জন্ম দিতে পারে। কথায় আছে, বাঁধন বেশি করে এঁটে দিতে গেলে ছিঁড়ে যায়, তাই এরকম শাসন কোনোভাবেই শিক্ষার জন্য অগ্রগতি বয়ে আনে না বরং তা বিপথেই পরিচালিত করে। শিক্ষার্থীর ওপর এই ধরনের নির্যাতন কল্পনা করতেও চোখ ভিজে আসে। অথচ তা শিক্ষকের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে!

আমরা মনে করি সরকারের উচিত, যে কোনো ধরনের স্কুল, কলেজ, মদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কঠোর তদারকি করা। যে পরিস্থিতিতে বাসায় টিভি দেখার জন্য বেত্রাঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়তে হয়, সেই পরিস্থিতি কখনো মানুষকে শিক্ষিত করতে পারে না। কেউ শিক্ষাদানের নামে যা ইচ্ছা তা করবে এটা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। যে শিক্ষক এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে তার শাস্তি হওয়া উচিত এবং এরকম ঘটনাকে প্রতিহত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাও জরুরি। যেন আর কোনোভাবেই এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

কেউ শিক্ষাদানের নামে যা ইচ্ছা তা করবে এটা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। যে শিক্ষক এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে তার শাস্তি হওয়া উচিত এবং এরকম ঘটনাকে প্রতিহত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাও জরুরি।